গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর
কৃষিখামার সড়ক, ফার্মগেট, ঢাকা- ১২১৫।

নথি নম্বরঃ ৩৩.০১.০০০০.১১০.০৬.০০১.১৫- ১০৮৩ তারিখ- ২৭/০১/২০১৬ খ্রীঃ।

বিষয় ঃ "বেসরকারী পর্যায়ে গবাদিপশুর কৃত্রিম প্রজনন কার্যক্রম পরিচালনার সংশোধিত নীতিমালা-২০১৬" প্রেরণ সংক্রান্ত।
সূত্র ঃ প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়ের পত্র নং-৩৩.০০.০০০০.১১৮.০৬.০১৬.১২ (অংশ-১)-৪৮ তারিখঃ ১৭/০১/২০১৬ ইং।

উপর্যুক্ত বিষয়ের প্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, সূত্রোক্ত পত্রের মাধ্যমে অনুমোদিত "বেসরকারী পর্যায়ে গবাদিপশুর কৃত্রিম প্রজনন কার্যক্রম পরিচালনার সংশোধিত নীতিমালা-২০১৬" এর ছায়ালিপি পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহনের জন্য এতদ্‌সঙ্গে প্রেরণ করা হ'ল।

সংযুক্ত ঃ (১) সংশোধিত নীতিমালা- ২০১৬ ঃ ০১প্রস্থ (০৯ পাতা)।

(অজয় কুমার রায়)
মহাপরিচালক (অ.দা.)
প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, বাংলাদেশ, ঢাকা।

জ্ঞাতার্থে ও কার্যার্থে অনুলিপি প্রেরণ করা হলোঃ

১। পরিচালক, সম্প্রসারণ, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, বাংলাদেশ, ঢাকা।
২। উপপরিচালক, কৃত্রিম প্রজনন ও ঘাস উৎপাদন,সাভার, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, বাংলাদেশ,ঢাকা।

সদয় জ্ঞাতার্থে অনুলিপি প্রেরণ করা হলোঃ

সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা (সচিব মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়
প্রাণিসম্পদ -২ শাখা
www.mofl.gov.bd

নথি নং-৩৩.০০.০০০০.১১৮.০৬.০১৬.১২(অংশ-১)-৪৮

তারিখঃ ০৪ মাঘ ১৪২২ / ১৭ জানুয়ারি ২০১৬

বিষয়ঃ বেসরকারী পর্যায়ে গবাদিপশুর কৃত্রিম প্রজনন কার্যক্রম পরিচালনার সংশোধিত নীতিমালা-২০১৬ অনুমোদন সংক্রান্ত।

সূত্রঃ ১। অত্র মন্ত্রণালয়ের স্মারক নং-৩৩.০০.০০০০.১১৮.০৬.০১৬.১২(অংশ-১)-৪১১ তারিখঃ ২৫/৮/২০১৫।
২। অত্র মন্ত্রণালয়ের স্মারক নং-৩৩.০০.০০০০.১১৮.০৬.০১৬.১২(অংশ-১)-৫০৬ তারিখঃ ১৪/১০/২০১৫।
৩। প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের স্মারক নং-৩৩.০১.০০০০.১১০.০৬.০০১.১৫-১০২৯ তারিখঃ ২৮/১২/২০১৫।

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রস্থ স্মারকদ্বয়ের প্রেক্ষিতে "বেসরকারী পর্যায়ে গবাদিপশুর কৃত্রিম প্রজনন কার্যক্রম পরিচালনার সংশোধিত নীতিমালা-২০১৬" নির্দেশক্রমে অনুমোদন করা হল। এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য উক্ত সংশোধিত নীতিমালাটি এতদসঙ্গে যুক্ত করে প্রেরণ করা হল।

সংযুক্তিঃ ০৯ (নয়) পাতা সত্যায়িত।

(নিগার সুলতানা)
সিনিয়র সহকারী সচিব
ফোনঃ ৯৫৭৬৬৯৮
e-mail:livestock-2@mofl.gov.bd

মহাপরিচালক (অঃ দাঃ)
প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর
খামারবাড়ী সড়ক
ফার্মগেট, ঢাকা।

সদয় অবগতির জন্য অনুলিপিঃ

১। মাননীয় মন্ত্রীর একান্ত সচিব, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২। মাননীয় প্রতিমন্ত্রীর একান্ত সচিব, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৩। সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
৪। যুগ্মসচিব (প্রাণিসম্পদ-১) মহোদয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়, ঢাকা।

বেসরকারী পর্যায়ে গবাদিপশুর কৃত্রিম প্রজনন কার্যক্রম পরিচালনার সংশোধিত নীতিমালা-২০১৮।

নিগার সুলতানা
সিনিয়র সহকারী সচিব
মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার।

প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, বাংলাদেশ, ঢাকা।

ভূমিকা ঃ

গবাদিপশুর জাত উন্নয়ন ও গাভীর উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধিতে কৃত্রিম প্রজননের গুরুত্ব অপরিসীম। এ গুরুত্ব অনুধাবন করে বিগত ১৯৪৭ সাল থেকে এদেশে গবাদিপশুর জাত উন্নয়ন কার্যক্রম শুরু হয়। সর্বপ্রথম ১৯৭৩ সালে অষ্ট্রেলিয়া হতে হলষ্টেইন ফ্রিজিয়ান এবং জার্সী জাতের ষাঁড় আমদানী করে কৃত্রিম প্রজননের মাধ্যমে জাত উন্নয়নের ধারা চালু করা হয় এবং ১৯৭৫ সাল থেকে কৃত্রিম প্রজননের মাধ্যমে গবাদিপশুর জাত উন্নয়ন কার্যক্রম ব্যাপকভাবে সম্প্রসারিত হতে থাকে। বর্তমানে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের আওতায় ৩৭০২ টি কৃত্রিম প্রজনন কেন্দ্র, উপকেন্দ্র ও পয়েন্টের মাধ্যমে দেশব্যাপী কৃত্রিম প্রজনন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। এ কার্যক্রমের মাধ্যমে দেশের সামগ্রিক কৃত্রিম প্রজনন চাহিদার প্রায় ৪৬% পর্যন্ত সম্প্রসারিত করা সম্ভব হচ্ছে। ~~বর্তমানে বিদ্যমান কৃত্রিম প্রজনন উপকেন্দ্র/পয়েন্ট ছাড়াও সরকারী প্রয়োজনে বিভিন্ন প্রকল্পের [illegible] মন্ত্রণালয়ের অনুমোদনক্রমে অধিদপ্তর কর্তৃক ঘোষিত উপকেন্দ্র/পয়েন্টসমূহে এ কার্যক্রম পরিচালিত হবে।~~ সে লক্ষ্যে দেশের গবাদি পশুর জাত উন্নয়ন ও উৎপাদন বৃদ্ধির স্বার্থে কৃত্রিম প্রজনন কার্যক্রম আরও সম্প্রসারন করার লক্ষ্যে সময়োচিত পদক্ষেপ গ্রহণ জরুরী। সে বিবেচনায় কৃত্রিম প্রজনন কার্যক্রম সম্প্রসারনের লক্ষ্যে বর্তমান সরকার কর্তৃক (ক) ২৬৫৪৩.০০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে " কৃত্রিম প্রজনন কার্যক্রম সম্প্রসারণ ও ভ্রূণ স্থানান্তর প্রযুক্তি বাস্তবায়ন প্রকল্প (৩য় পর্যায়)"; (খ) ৪৪১৩.০০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে " ব্রীড আপগ্রেডেশন থ্রু প্রজেনী টেষ্ট প্রকল্প (৩য় পর্যায়)" এবং (গ) ২৫৫৬.৭৬ লক্ষ টাকা ব্যয়ে " বীফ ক্যাটেল ডেভেলপমেন্ট প্রকল্প " নামে মোট তিনটি উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহন করা হয়েছে।

এ সকল প্রকল্পের মাধ্যমে সমগ্র বাংলাদেশে ১৪,৯০০ জন সংযোগ খামারী, ৪৮,৭০০ জন খামারী, ১,০০০ জন এ/আই টেকনিশিয়ান, ১,০০০ জন মাঠকর্মী এবং ১,০৮১ জন কর্মকর্তা/কর্মচারীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে। তাছাড়া ০২ টি বুলস্টেশন কাম এ/আই ল্যাবরেটরী ও ৫টি বুল রিয়ারিং ষ্টেশন স্থাপন করা হবে, ব্রিডিং বুল তৈরীর জন্য ৮০০ টি ষাঁড় বাছুর, ৫০০টি এলিট গাভী চিহ্নিত করা হবে এবং ১০০ টি উচ্চ জেনেটিক মানসম্পন্ন ক্যান্ডিডেট বুল সংগ্রহ করা হবে ও ৪,০০০ জন সংযোগ খামারীকে ইনসেন্টিভ প্রদান করা হবে। বর্ণিত প্রকল্পসমূহের মাধ্যমে প্রশিক্ষিত খামারীদের নিকট থেকে উন্নত এবং সংকর জাতের ষাঁড় বাছুর সংগ্রহ করে সাভারস্থ কেন্দ্রীয় গো-প্রজনন ও দুগ্ধ খামারে প্রতিপালন এবং এদের গুণাগুণ পরীক্ষাপূর্বক ষাঁড় নির্বাচনকরতঃ নির্বাচিত ষাঁড় থেকে উৎপাদিত সিমেন কৃত্রিম প্রজননে ব্যবহার করা হবে। উপরোক্ত প্রকল্পসমূহ ছাড়াও ৪৯৬৮.৪৯ লক্ষ টাকা ব্যয়ে " মহিষ উন্নয়ন (কম্পোনেন্ট-এ, ২য় সংশোধিত) প্রকল্প" এর মাধ্যমে বৃহত্তর ১৩ টি জেলার ৩৯ টি উপজেলার ৩৬১৫ জন মহিষ পালনকারীকে প্রশিক্ষণ এবং তাদেরকে কারিগরী সহায়তা প্রদানসহ বাগেরহাট মহিষ উন্নয়ন ও প্রজনন খামারের সক্ষমতা বৃদ্ধির পদক্ষেপ গৃহীত হচ্ছে। সরকারের নানামুখী উদ্যোগের পাশাপাশি বেসরকারী পর্যায়ে গবাদিপশুর কৃত্রিম প্রজনন কার্যক্রম সম্প্রসারণের লক্ষ্যে সরকার বেসরকারী কার্যক্রমকে উৎসাহিত করে আসছে। তারই ধারাবাহিকতায় National Livestock Development Policy-2007 ও পশুরোগ বিধিমালা-২০০৮ এর আলোকে নিম্নবর্ণিত শর্ত সাপেক্ষে বেসরকারী খাতে কৃত্রিম প্রজনন কার্যক্রম সম্প্রসারিত করার উদ্যোগ গ্রহণ করতে যাচ্ছে।

১। <u>সিমেন আমদানীর জন্য শর্তসমূহ ঃ</u>

১.১ সিমেন আমদানীর জন্য বর্তমানে অনুমোদিত ব্রিডিং নীতিমালা অনুসরণ করতে হবে (পরিশিষ্ট-"ক")।

১.২ সিমেন আমদানীর উদ্দেশ্য উল্লেখপূর্বক আমদানীকারক ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক আবেদন করে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর হতে অনুমোদন নিতে হবে। কেবলমাত্র বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে সিমেন আমদানীযোগ্য হবে না।

১.৩ [illegible] কৃত্রিম প্রজনন কার্যক্রম পরিচালনার জন্য প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর কর্তৃক রেজিষ্টার্ড প্রতিষ্ঠান/সংস্থা অধিদপ্তরের অনুমোদন [illegible]কে অনুমোদিত ব্রিডিং নীতিমালার আলোকে সিমেন আমদানী করতে পারবেন।

১.৪ সিমেন আমদানী ও কৃত্রিম প্রজনন কার্যক্রম পরিচালনার উদ্যোগ গ্রহনের পূর্বেই কর্মএলাকা নির্বাচনপূর্বক প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর হতে অনুমোদন নিতে হবে। ইনটেনসিভ কৃত্রিম প্রজনন কার্যক্রম পরিচালনার জন্য আমদানীকৃত সিমেন দ্বারা প্রজননের পাশাপাশি অনুমোদিত ব্রিডিং পলিসি অনুযায়ী প্রজনন ষাঁড় উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় অবকাঠামোসহ উদ্যোগী ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব লিংকেজ খামার বা সংযোগ খামারী থাকতে হবে।

১.৫ প্রাথমিকভাবে কোন আগ্রহী ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান গবাদিপশুর কৃত্রিম প্রজনন কার্যক্রম পরিচালনা করতে আগ্রহী হলে উক্ত ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর হতে ন্যায্যমূল্যে সিমেন ক্রয় করে ন্যূনতম ১ (এক) বছর কৃত্রিম প্রজনন কার্যক্রম পরিচালনা করতে হবে। এ সময়ের মধ্যে নিজস্ব দক্ষ জনবল ও উপযুক্ত অবকাঠামো উন্নয়নসহ পরিচালিত কার্যক্রমের সফলতা সাপেক্ষে গাভী/বকনা কৃত্রিম প্রজনন করতে সক্ষম এরূপ ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান সিমেন আমদানীর জন্য যোগ্য বলে বিবেচিত হবেন।

১.৬ আমদানীকৃত সিমেনের ক্ষেত্রে অনুমোদিত ব্রিডিং নীতিমালা অনুসারে সিমেন উৎপাদনকারী/প্রদানকারী ব্রিড বা জাতের ষাঁড় অবশ্যই Proven Bull হতে হবে এবং তা সিমেনের উৎস দেশের Breeding Society কর্তৃক Proven Bull হিসেবে অনুমোদিত হতে হবে।

১.৭ সিমেন রপ্তানীকারক দেশের উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ইস্যুকৃত সিমেন উৎপাদনকারী Bull সমূহের স্বাস্থ্য সনদ থাকতে হবে।

১.৮ সিমেন আমদানীপূর্বক কৃত্রিম প্রজনন কার্যক্রম পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষিত জনবল, ভৌত অবকাঠামো ও প্রয়োজনীয় সরঞ্জামাদি থাকতে হবে।

১.৯ প্রজনন কার্যক্রম শুরুর পূর্বেই আমদানীকৃত সিমেনের মান সম্পর্কে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর হতে পরীক্ষান্তে প্রত্যয়ন পত্র গ্রহণ করতে হবে;

১.১০ সিমেন আমদানী উত্তর কার্যক্রমের প্রতিবেদন স্থানীয় উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা বরাবর প্রতি মাসে নিয়মিত প্রেরণ করতে হবে।

১.১১ সিমেন সংরক্ষণের জন্য একটি আধুনিক বিজ্ঞানভিত্তিক জীব নিরাপত্তা সংরক্ষণাগার বা গবেষণাগার ও প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম থাকতে হবে। সংরক্ষণাগার বা গবেষণাগারে নিম্নলিখিত অবকাঠামো, যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জাম অন্তর্ভূক্ত হবে;

১.১১.১ পানি সরবরাহ ব্যবস্থাসহ শীততাপ নিয়ন্ত্রিত একটি সিমেন সংরক্ষণাগার/গবেষণাগার;

১.১১.২ অবজারভেশন মনিটরসহ নুন্যতম ১ (এক) টি ফেজকন্ট্রাষ্ট মাইক্রোস্কোপ/কম্পিউটারাইজড স্পার্ম এনালাইজার;

১.১১.৩ কৃত্রিম প্রজনন কার্যক্রম পরিচালনা ও বাস্তায়নের জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক প্রশিক্ষিত টেকনিক্যাল ও সাব-টেকনিক্যাল জনবল;

১.১১.৩ সিমেন মূল্যায়ন ও ব্যবহার সংশ্লিষ্ট অন্যান্য প্রয়োজনীয় সরঞ্জামাদি;

১.১১.৪ প্রয়োজনীয় সংখ্যক ক্রাওক্যান ও তরল নাইট্রোজেনের সংস্থান ইত্যাদি।

উপরোল্লিখিত শর্তাদি পূরণ সাপেক্ষে বেসরকারী কোন ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান বা সংস্থা সিমেন আমদানীর যোগ্য বলে বিবেচিত হবেন।

২.০। **বুল ষ্টেশন ও সিমেন উৎপাদন ল্যাবঃ স্থাপন ঃ**

২.১ নির্ধারিত নীতিমালা ও বিধিমালা অনুসরণ করতে হবে (পরিশিষ্ট-"ক")।

২.২ উপযুক্ত আর্থিক সামর্থ্য থাকতে হবে (স্বপক্ষে ব্যাংক গ্যারান্টি দিতে হবে)।

২.৩ প্রতি ষাঁড়ের জন্য ২০-৩০ শতক জমি থাকতে হবে।

২.৪ বুল সেড, আইসোলেশন সেড, কোয়ারেন্টাইন সেড, কালেকশন সেড ও Bull এর ব্যায়ামের জন্য জায়গা থাকতে হবে।

২.৫ বুল ষ্টেশনে অবশ্যই রেজিষ্টার্ড ভেটেরিনারিয়ান এবং ব্রিডিং বিশেষজ্ঞ নিয়োজিত থাকতে হবে।

২.৬ ল্যাবরেটরীতে কাজ করার জন্য কারিগরী জ্ঞানসম্পন্ন প্রয়োজনীয় সংখ্যক জনবল থাকতে হবে। জনবলের তালিকা মহাপরিচালক, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, ঢাকা কর্তৃক অনুমোদিত হতে হবে।

২.৭ তরল সিমেন উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ঃ (১) আলাদা সিমেন সংগ্রহ ঘর ও ট্রাভিস (২). কৃত্রিম যোনী (Artificial Vagina) ও আনুষঙ্গিক যন্ত্রপাতি (৩) কালেকশন ভায়াল (৪) মিজারিং সিলিন্ডার (৫) কনিক্যাল ফ্লাক্স (৬) অবজারভেশন মনিটরসহ নুন্যতম ১ (এক) টি ফেজকন্ট্রাষ্ট মাইক্রোস্কোপ/কম্পিউটারাইজড স্পার্ম এনালাইজার (৭) হট ওয়াটার ওভেন (৮) স্টেরিলাইজার (৯) ওয়াটার বাথ (১০) চার্জিং মেশিন (১১) ফ্রিজ (১২) সিমেন ভায়াল (১৩) ফটোমিটার (১৪) ব্রাশ (১৫) ফিল্টার পেপার (১৬) কটন (১৭) স্লাইড (১৮) কভার স্লিপ (১৯) ওয়েট ব্যালেন্স (২০) ভোল্টেজ স্ট্যাবিলাইজার (২১) স্যাভলন (২২) কেমিক্যালস ও মেডিসিন ইত্যাদি থাকতে হবে।

২.৮ হিমায়িত সিমেন উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ঃ (১) আলাদা ওয়াসিং সিমেন সংগ্রহ ঘর এবং ট্রাভিস (২) অবজারভেশন মনিটরসহ নুন্যতম ১ (এক) টি ফেজকন্ট্রাষ্ট মাইক্রোস্কোপ/কম্পিউটারাইজড স্পার্ম এনালাইজার (৩) চার্জিং মেশিন (৪) সিলিং ফিলিং মেশিন (৫) তরল নাইট্রোজেন ট্যাংক (ভ্যার্টিক্যাল-১২৫ লিটার) (৬) ফ্রিজার মেশিন (৭) প্রিন্টিং মেশিন (৮) ডিস্টিল ওয়াটার প্লান্ট (৯) সিমেন কনটেইনার (১০) নাইট্রোজেন কনটেইনার (১১) কম্পিউটার (১২) ফটোমিটার (১৩) কনিক্যাল ফ্লাস্ক (১৪) মিজারিং ও আইস সিলিন্ডার (১৫) স্লাইড ও কভার স্লিপ (১৬) সিমেন স্ট্র (১৭) কৃত্রিম যোনী (Artificial Vagina) (১৮) ফিল্টার পেপার (১৯) ফ্রুকটোস (২০) গ্লিসারিন (২১) লিটমাস পেপার (২২) কালেকশন ভায়াল (২৩) থার্মোফ্লাস্ক (২৪) থার্মোমিটার (২৫) ফ্রিজ (২৬) ওয়াটার বাথ (২৭) ওভেন (২৮) স্টেরিলাইজার (২৯) ভোল্টেজ স্টেবিলাইজার (৩০) কটন (৩১) ওয়েট এন্ড ব্যালেন্স (৩২) সিজারস (৩৩) সিরিঞ্জ (৩৪) কেমিক্যালস ও মেডিসিন (৩৫) জেনারেটর (৩৬) এন্টিসেপটিক ও রিলেটেড কেমিক্যালস (৩৭) হাইজিন ম্যানেজমেন্টের জন্য আনুষঙ্গিক দ্রব্যাদি থাকতে হবে।

২.৯ আন্তর্জাতিক প্রাণিস্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠান OIE এর নীতিমালা অনুযায়ী নিয়মিত রোগ নির্ণয়ের ব্যবস্থা করতে হবে এবং এ

নিগার সুলতানা
সিনিয়র সহকারী সচিব
মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

সংক্রান্ত প্রতিবেদন যথাসময়ে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরে দাখিল করতে হবে।

২.১০ যন্ত্রপাতি বিধৌতকরণ, সিমেন সংগ্রহকরণ, প্রক্রিয়াজাতকরণ ও পরীক্ষা-নিরীক্ষা ইত্যাদির জন্য পূর্ণ আধুনিক বায়োসেফটি গবেষণাগার থাকতে হবে।

২.১১ সিমেন উৎপাদনের কাজে ব্যবহারের জন্য প্রজনন ষাঁড় "ন্যাশনাল টেকনিক্যাল রেগুলেটরি কমিটি"(এন.টি.আর.সি)/বিশেষজ্ঞ কমিটি কর্তৃক নির্বাচিত হতে হবে। এ বিষয়টি ব্রিডিং খামার নিবন্ধন প্রদানের পূর্বেই নিশ্চিত করতে হবে।

২.১২ উপপরিচালক, কৃত্রিম প্রজনন ও ঘাস উৎপাদন / সি,ভি,ও কিংবা তাঁদের উপযুক্ত প্রতিনিধি নিয়মিতভাবে সিমেনের মান ও কার্যক্রম পরিদর্শন করবেন।

২.১৩ এ নীতিমালা কার্যকরী হওয়ার পূর্বে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় বা প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের সাথে কোন বেসরকারী সংস্থা , এনজিও বা এন্টারপ্রাইজের মধ্যে Bull Station স্থাপন সংক্রান্ত ও কৃত্রিম প্রজনন কার্যক্রম পরিচালনা কোন প্রকার চুক্তি বা এম ও ইউ স্বাক্ষরিত হয়ে থাকলেও এ নীতিমালা প্রণয়নের পর উহা অকার্যকর বলে গণ্য হবে।

কৃত্রিম প্রজনন কার্যক্রম পরিচালনা

৩.০।

৩.১ বিদ্যমান প্রজনন নীতিমালা (Breeding Policy) অনুসরণ করতে হবে (পরিশিষ্ট-"ক")।

৩.২ কৃত্রিম প্রজনন কর্মীদের শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ

৩.২.১ বর্তমানে কার্যকর নীতিমালার ৩.২ অনুচ্ছেদ এবং মহাপরিচালক, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, ঢাকা কর্তৃক অনুমোদিত স্বেচ্ছাসেবী/সেবাকর্মীদের শিক্ষাগত যোগ্যতা এসএসসি (বিজ্ঞানবিভাগ অগ্রাধিকার) পাশ এবং প্রশিক্ষণের মেয়াদ ০৩ মাস (এ/আই ল্যাবরেটরীতে ০২ মাস ও উপজেলা প্রাণিসম্পদ অফিসে হাতে-কলমে ০১ মাস) এর পরিবর্তে মন্ত্রণালয় কর্তৃক গঠিত কমিটির প্রস্তাব অনুসারে স্বেচ্ছাসেবী/সেবাকর্মীদের শিক্ষাগত যোগ্যতা হবে এস.এস.সি/ সমমান এবং ডি,এল,এস-এর প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান থেকে নিজ খরচে ৪ (চার) মাসের তাত্ত্বিক ও ২ (দুই) মাসের হাতে কলমে প্রশিক্ষণ গ্রহন করতে হবে। প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তার সনদপত্র ব্যতীত কৃত্রিম প্রজনন কার্যক্রমে অংশ নেয়া যাবে না। তবে শর্ত থাকে যে, এ নীতিমালা কার্যকর হওয়ার পূর্বে যে সকল স্বেচ্ছাসেবী/সেবাকর্মী কৃত্রিম প্রজনন কাজে কর্মরত আছেন, তাদের ক্ষেত্রে শিক্ষাগত যোগ্যতা ও প্রশিক্ষনের উল্লিখিত শর্ত প্রযোজ্য হবে না।

৩.২.২ মাঠ কর্মীদের চাকুরীকালীন প্রশিক্ষণ (On the job training) হিসেবে ১৫ (পনের) দিনের একটি Refresher Course করা যেতে পারে যা প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের নিজস্ব প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে প্রদান করা হবে।

নিশাত সুলতানা
সিনিয়র সহকারী সচিব
মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

৩.৩ আমদানীকৃত গাভীর প্রজেনী রেকর্ড সুষ্ঠুভাবে সংরক্ষণ করতে হবে এবং প্রজেনী পারফরমেন্স পরীক্ষার ক্ষেত্রে আদর্শ পদ্ধতি অনুসরণ করতে হবে।

৩.৪ কৃত্রিম প্রজনন কার্যক্রম শুরু করার জন্য আবেদন প্রাপ্তির পর মহাপরিচালক, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর কর্তৃক আবেদন যাচাই-বাছাইপূর্বক অনুমোদনের ব্যবস্থা নিবেন এবং কৃত্রিম প্রজননের জন্য এলাকা নির্ধারণ করে দিবেন। এলাকা নির্ধারণের ক্ষেত্রে বর্তমানে পরিচালিত এলাকার বাহিরের ইউনিয়ন/ স্থানসমূহ অগ্রাধিকার হিসেবে নিতে হবে। কার্যক্রম শুরুর পূর্বেই আবেদনকারীকে নির্ধারিত এলাকার সংযোগ খামারীসহ নির্বাচিত গবাদিপশুর তালিকা (জাত,সংখ্যা ও বয়স সহ) দাখিল করতে হবে। অনুমোদনোত্তর কার্যক্রম স্থানীয় কর্মকর্তার (ইউ,এল,ও / এডি (এ,পি) ও ডি,এল,ও) সাথে সমন্বয় রেখে কার্যক্রম সম্পাদন করতে হবে।

৩.৫ এ কার্যক্রম পরিচালনার জন্য রেজিষ্টার্ড ভেটেরিনারিয়ান এবং ব্রিডিং বিশেষজ্ঞ থাকতে হবে।

৩.৬ আমদানীকৃত ও উৎপাদিত সিমেন সংরক্ষণের জন্য উপযুক্ত সংরক্ষণাগার/গবেষণাগার থাকতে হবে। সংরক্ষণ, সরবরাহ, বিতরণ ও ব্যবহারের জন্য নির্ধারিত SOP (Standard Operational Procedure) অনুসরণ করতে হবে।

৩.৭ স্থানীয় কার্যক্রমের প্রতিবেদন প্রতিমাসে সংশ্লিষ্ট উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তাকে এবং দেশব্যাপী কার্যক্রমের প্রতিবেদন উপপরিচালক, কৃত্রিম প্রজনন ও ঘাস উৎপাদন, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, ঢাকা বরাবরে নিয়মিত প্রেরণ করতে হবে। নিয়মিত প্রতিবেদন প্রদান না করা হলে নিবন্ধন নবায়ন পুনঃ বিবেচনা করার ব্যবস্থা নেয়া হবে।

৩.৮ উপপরিচালক, কৃত্রিম প্রজনন ও ঘাস উৎপাদনসহ অধিদপ্তরের উপযুক্ত প্রতিনিধি নিয়মিতভাবে কার্যক্রম পরিদর্শন করবেন এবং পরিদর্শন প্রতিবেদন পরিচালক, সম্প্রসারণ এর বরাবর দাখিল করবেন।

৩.১০ এ নীতিমালা কার্যকরী হওয়ার পূর্বে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় বা প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের সাথে কোন বেসরকারী সংস্থা , এনজিও বা এন্টারপ্রাইজের মধ্যে কৃত্রিম প্রজনন কার্যক্রম পরিচালনা সংক্রান্ত কোন প্রকার চুক্তি বা এম ও ইউ

স্বাক্ষরিত হয়ে থাকলেও এ নীতিমালা প্রণয়নের পর তা অকার্যকর বলে গণ্য হবে।

৩.১১ বীফ ক্যাটল ডেভেলপমেন্ট প্রকল্প (Beef Cattle Development Project) এর কৃত্রিম প্রজনন কার্যক্রম সরকার কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত হবে। ফলে এক্ষেত্রে বেসরকারী পর্যায়ে কার্যক্রম পরিচালনার আপাততঃ কোন সুযোগ নেই। দুগ্ধ উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য নির্ধারিত গাভী পালন এলাকায় মাংস উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য গাভী পালন থেকে বিরত থাকতে হবে। অদিদপ্তরের ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তার অনুমোদন ব্যতিত বীফ ক্যাটল ডেভেলপমেন্টের অধীনে কৃত্রিম প্রজনন কার্যক্রম পরিচালনা করা যাবে না।

৪.০। **ব্রিডিং খামার নিবন্ধন ঃ**

বুল ষ্টেশন ও সিমেন উৎপাদন ল্যাবরেটরি/ব্রিডিং খামার স্থাপনের জন্য নিবন্ধন প্রদানের নিমিত্তে পর্যবেক্ষণ করার জন্য মহাপরিচালক, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, ঢাকা কর্তৃক বিগত ১৪/০৭/২০০৮ খ্রিঃ তারিখে গঠিত ন্যাশনাল টেকনিক্যাল রেগুলেটরি কমিটি সরেজমিন পরিদর্শনপূর্বক প্রয়োজনীয় তথ্যাদি সংগ্রহ ও যাঁচাই-বাছাইপূর্বক মতামত প্রদান করবেন। পরিচালক, সম্প্রসারণ কমিটির মতামতসহ মহাপরিচালকের নিকট উপস্থাপন করবেন। মহাপরিচালক নিবন্ধনের অনুমোদন প্রদান করবেন এবং মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণায়কে অবহিত করবেন। প্রদত্ত নিবন্ধনের মেয়াদ হবে নিবন্ধনের তারিখ হতে ০৫(পাচঁ) বছরের স্থলে ০১(এক) বৎসর এবং নিবন্ধন ফিসও ০৫(পাচঁ) ভাগে ভাগ করে প্রতি বছর প্রদেয় হবে। নিবন্ধনের মেয়াদ উত্তীর্ণ হবার অনুন্য তিন মাস পূর্বে নিবন্ধন নবায়ন করতে হবে। নিবন্ধন গ্রহণ ও উহার নবায়নের জন্য আবেদনকারীকে সরকার নির্ধারিত ফিস প্রদান করতে হবে।

দিলশাদ সুলতানা
সিনিয়র সহকারী সচিব
মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার।

পরিশিষ্ট "ক"

গবাদি পশুর জাত উন্নয়ন এবং প্রজননের জন্য সুপারিশকৃত নীতিমালা (National Livestock Development Policy-2007 থেকে উদ্ধৃত) ঃ

১.০ গবাদিপশুঃ

(ক) স্বল্প মেয়াদী নীতি (৫ বৎসর পর্যন্ত) ঃ

১.ক (i) না চরিয়ে শুধুমাত্র সর্বোচ্চ ইনপুট সরবরাহ করে (Intensive) পদ্ধতিতে গাভী পালন ঃ

উদ্দেশ্য ঃ

➢ পাঁচ বছরান্তে প্রতি ল্যাকটেশনে (লেকটেশন পিরিয়ড ৩০৫ দিন) প্রতিটি গাভী ৬,০০০ লিটারের বেশী দুধ উৎপাদন করতে পারে এ ধরনের গাভী তৈরী করতে হবে।

নীতি ঃ

➢ প্রতি ল্যাকটেশনে অর্থাৎ ৩০৫ দিনে গড়ে ৯,৫০০-১০,০০০ লিটার দুগ্ধদানে সক্ষম এমন ধরনের ব্রিড থেকে উৎপাদিত এবং পরীক্ষিত হলস্টেইন-ফ্রিজিয়ান প্রজেনীর সিমেন (বীর্য) আমদানী করে উক্ত সিমেন দ্বারা নিবিড় ব্যবস্থাপনায় প্রতিপালিত হলস্টেইন-ফ্রিজিয়ান শংকর গাভী (দৈনিক গড় দুধ উৎপাদন ১০ লিটার বা অধিক) কে প্রজনন করা হবে। প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর এধরণের ১(এক) মিলিয়ন ডোজ সিমেন আমদানী করবে এবং প্রজনন করে উহার রেকর্ড সংরক্ষণ করা হবে। এধরণের সিমেন আমদানীর জন্য বেসরকারী প্রতিষ্ঠানকেও উৎসাহ প্রদান করা হবে।

কর্মপরিকল্পনা/যেভাবে কাজ করতে হবে ঃ

➢ প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর কর্তৃক নিবন্ধনকৃত উচ্চ পর্যায়ের ১০% খামারীর মধ্য হতে তাদের উৎপাদন সফলতা বিবেচনা করে যে সব খামারী গাভীর সনাক্তকরণ ও তথ্য সংরক্ষণ করতে আগ্রহী এবং যারা দুগ্ধ খামারের বর্জ্য পুনঃ ব্যবহার ও পরিবেশবান্ধব খামার পরিচালনাসহ দুধ উৎপাদনের আধুনিক প্রযুক্তি ও নিবিড় খামার ব্যবস্থাপনা বিষয়ে প্রশিক্ষণ গ্রহণে আগ্রহী তাদের বাছাই করতে হবে।

➢ খামারে ৫টি বা তার অধিক প্রজননক্ষম গাভী থাকতে হবে।

১.ক (ii) মাঝে মাঝে চরিয়ে এবং মধ্যমানের ইনপুট সরবরাহ করে সেমি ইনটেনসিভ (Semi Intensive) পদ্ধতিতে গাভীপালন ঃ

উদ্দেশ্য ঃ

➢ পাঁচ বছরান্তে প্রতি ল্যাকটেশনে (লেকটেশন পিরিয়ড ৩০৫ দিন) প্রতিটি গাভী ৩০০০ লিটারের বেশী দুধ উৎপাদন করতে পারে এ ধরনের গাভী তৈরী করা।

নিগার সুলতানা
সিনিয়র সহকারী সচিব
মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

➢ প্রতি ল্যাকটেশনে অর্থাৎ ৩০৫ দিনে গড়ে প্রায় ৪,৫০০ লিটার দুগ্ধদানে সক্ষম, এমন ধরনের ৫০% হলস্টেইন-ফ্রিজিয়ান প্রজেনীর সিমেন (বীর্য) দ্বারা (৫০% হলস্টেইন ফ্রিজিয়ান x ৫০% স্থানীয়) সেমি-ইনটেনসিভ পদ্ধতিতে প্রতিপালিত শংকর জাতের হলস্টেইন-ফ্রিজিয়ান গাভী (দৈনিক গড় দুধ উৎপাদন ৬- ১০ লিটার) কে প্রজনন করা হবে।

➢ প্রতি ল্যাকটেশনে গড়ে কমপক্ষে ২,৫০০ লিটার দুগ্ধদানে সক্ষম, এমন ধরনের শাহীওয়াল ষাঁড়ের সিমেন (বীর্য) দ্বারা শাহীওয়াল ও শংকর জাতের শাহীওয়াল গাভীকে প্রজনন করা হবে।

কর্মপরিকল্পনা/যেভাবে কাজ করতে হবে ঃ

➢ প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, মিল্কভিটা, সিএলডিডিপি ও এনজিও কর্তৃক নিবন্ধনকৃত দুগ্ধ উৎপাদনকারী খামারীদের মধ্যে যে সকল খামারী গাভীর সনাক্তকরণ ও তথ্য সংরক্ষণ করেন এবং দুধ উৎপাদনের আধুনিক প্রযুক্তি ও খামার ব্যবস্থাপনা এবং খামারের বর্জ্য ব্যবস্থাপনা অনুসরনে আগ্রহী তাদের বাছাই করা হবে।

১.ক(iii) স্বল্প খরচে গাভী পালন ঃ

উদ্দেশ্য ঃ

➢ পাঁচ বছরান্তে প্রতি ল্যাকটেশনে (লেকটেশন পিরিয়ড ৩০৫ দিন) ১০০০ লিটারের অধিক দুগ্ধ উৎপাদনে সক্ষম এ ধরনের দেশী গাভী তৈরী করতে হবে।

নীতি ঃ

➢ শাহীওয়াল, রেড চিটাগং, পাবনা, মুন্সিগঞ্জ ও অন্যান্য দেশীয় উন্নত প্রোজেনীর পরীক্ষিত/পিডিগ্রী ষাঁড়ের সিমেন (বীর্য্য) দ্বারা স্বল্প খরচে পালিত সকল দেশী গাভীকে প্রজনন করা হবে।

কর্মপরিকল্পনা/যেভাবে কাজ করতে হবে ঃ

➢ প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, মিল্কভিটা, সিএলডিডিপি ও এনজিও কর্তৃক নিবন্ধনকৃত দুগ্ধ উৎপাদনকারী খামারীদের মধ্যে যে সকল খামারী গাভীর সনাক্তকরণ ও তথ্য সংরক্ষণ করেন এবং দুধ উৎপাদনের আধুনিক প্রযুক্তি ও খামার ব্যবস্থাপনা এবং খামারের বর্জ্য ব্যবস্থাপনা অনুসরনে আগ্রহী তাদের বাছাই করা হবে।

১.ক(iv) মিল্কভিটা (BMPCUL) কর্তৃক আমদানীকৃত বিশেষ জার্সিজাত এর জন্য পরীক্ষা কর্মসূচী ঃ

➢ বাঘাবাড়ি এবং BMPCUL এর আওতাধীন অন্য এলাকার জার্সী জাতের গাভীর উৎপাদন ক্ষমতা BLRI এবং BAU কর্তৃক পরীক্ষা করা হবে। যদি এ জাত উপযুক্ত হয় তবে সেমি ইনটেনসিভ পদ্ধতিতে প্রতিপালন করা হবে।

১.ক(v) RCC,পাবনা এবং দেশী জাত সংরক্ষণ ও উন্নয়নের জন্য বিশেষ কর্মসূচী ঃ

➢ RCC জাত সংরক্ষণ ও উন্নয়নের জন্য BAU, BLRI এবং DLS পরিচালিত বিদ্যমান কর্মসূচীটি অব্যাহত রাখা হবে।

➢ পাবনার জাত উন্নয়ন ও সংরক্ষণের জন্য BLRI, DLS, BMPCUL এবং BAU কর্তৃক যথাশীঘ্রই আরো কর্মসূচী গ্রহণ করতে হবে।

➢ সকল প্রকার দেশী জাত সংরক্ষণ করা হবে।

খ. মধ্য মেয়াদী নীতি (৬-১০ বৎসর)ঃ

১.খ(i) না চরিয়ে শুধুমাত্র সর্বোচ্চ ইনপুট সরবরাহ করে ইনটেনসিভ(Intensive) পদ্ধতিতে গাভীপালন ঃ

উদ্দেশ্য ঃ

➢ দশ বছরান্তে প্রতি ল্যাকটেশনে (লেকটেশন পিরিয়ড ৩০৫ দিন) প্রতিটি গাভী ৪৫০০ লিটারের অধিক দুগ্ধ উৎপাদন করতে পারে এ ধরনের দেশী গাভী তৈরী করা।

নীতি ঃ

➢ প্রতি ল্যাকটেশনে অর্থাৎ ৩০৫ দিনে গড়ে ৯,৫০০-১০,০০০ লিটার দুগ্ধদানে সক্ষম এমন ধরনের পরীক্ষিত হলষ্টেইন-ফ্রিজিয়ান প্রজেনীর আমদানীকৃত সিমেন দ্বারা নিবিড় ব্যবস্থাপনায় প্রতিপালিত শীর্ষে অবস্থানকারী হলষ্টেইন-ফ্রিজিয়ান শংকর কে প্রজনন করা হবে।

➢ খামারে ১০ বা অধিক প্রজননক্ষম গাভী থাকবে।

১.খ.(ii) মাঝারী বিনিয়োগে গাভীপালন ঃ

উদ্দেশ্য ঃ

➢ দশ বছরান্তে প্রতিটি গাভী থেকে প্রতিদিন ১৫ লিটার এবং প্রতি ল্যাকটেশনে (লেকটেশন পিরিয়ড ৩০৫ দিন) প্রতিটি গাভী গড়ে ৪৫০০ লিটার দুগ্ধ উৎপাদন করতে পারে এ ধরনের গাভী তৈরী করা।

নীতি ঃ

➢ প্রতি ল্যাকটেশনে গড়ে প্রায় ৬,০০০ লিটার দুগ্ধদানে সক্ষম, এমন ধরনের ৫০% হলষ্টেইন-ফ্রিজিয়ান প্রজেনীর সিমেন (বীর্য) দ্বারা (৫০% হলষ্টেইন ফ্রিজিয়ান x ৫০% স্থানীয়) সেমি-ইনটেনসিভ পদ্ধতিতে প্রতিপালিত দেশী শংকর জাতের হলষ্টেইন-ফ্রিজিয়ান গাভী (দৈনিক গড় দুধ উৎপাদন ৬- ১০ লিটার) কে প্রজনন করা হবে।

➢ প্রতি ল্যাকটেশনে গড়ে কমপক্ষে ২,৫০০ লিটার দুগ্ধদানে সক্ষম, এমন ধরনের শাহীওয়াল ষাঁড়ের সিমেন (বীর্য্য) দ্বারা শাহীওয়াল ও শংকর জাতের শাহীওয়াল গাভীকে প্রজনন করা হবে।

১.খ.(iii) স্বল্প খরচে গাভী পালন ঃ

উদ্দেশ্য ঃ

➢ দশ বছরান্তে প্রতিটি দেশী গাভী থেকে প্রতি ল্যাকটেশনে (লেকটেশন পিরিয়ড ৩০৫ দিন) ১,৫০০ লিটারের অধিক দুগ্ধ উৎপাদন করতে পারে এ ধরনের দেশী গাভী তৈরী করা।

নীতি ঃ

➢ রেড চিটাগাং, পাবনা, ও অন্যান্য দেশীয় উন্নত প্রোজেনীর পরীক্ষিত ও উন্নত ষাঁড়ের সিমেন (বীর্য) দ্বারা স্বল্প খরচে প্রতিপালিত দেশী গাভীকে প্রজনন করা হবে।

১.খ.(iv) মিল্কভিটা (BMPCUL) কর্তৃক আমদানীকৃত জার্সিজাত পরীক্ষার জন্য বিশেষ কর্মসূচী ঃ

➢ বাংলাদেশে জার্সি জাত ৪র্থ Breeding Line হিসেবে প্রজননের জন্য ব্যবহৃত হবে কিনা, তা মাঠ পর্যায়ে পরীক্ষার (BLRI এবং BAU কর্তৃক পরীক্ষা পরিচালিত হবে) মাধ্যমে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হবে।

১.খ.(v) RCC,পাবনা এবং দেশী জাত কনজারভেশন ও উন্নয়নের জন্য বিশেষ কর্মসূচী ঃ

➢ RCC জাত কনজারভেশন ও উন্নয়নের জন্য BAU, BLRI এবং DLS কর্তৃক পরিচালিত বিদ্যমান কর্মসূচীটি অব্যাহত রাখা হবে।

➢ পাবনার জাত উন্নয়ন ও কনজারভেশনের জন্য পরিচালিত অন্যান্য কর্মসূচী অব্যাহত রাখা হবে।

➢ সকল প্রকার দেশী জাত সংরক্ষণ করা হবে।

গ. <u>দীর্ঘ মেয়াদী নীতি (১০বৎসর বা তদুর্ধ্ব)ঃ</u>

➢ স্বল্প মেয়াদী এবং মধ্য মেয়াদী প্রজনন নীতি বাস্তবায়নের পর ফলাফল পর্যালোচনার জন্য সংশ্লিষ্ট সকল অংশগ্রহণকারী প্রতিষ্ঠানকে নিয়ে জাতীয় পর্যায়ে একটি সেমিনারের আয়োজন করে সে মোতাবেক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হবে।

২.০। <u>অধিক দুধ উৎপাদনের জন্য মহিষ পালন ঃ</u>

২.(i) না চরিয়ে কেবলমাত্র সর্বাধিক ইনপুট সরবরাহ করে ইনটেনসিভ (Intensive) পদ্ধতিতে মহিষ পালন।

➢ প্রতি ল্যাকটেশনে ৩,০০০ লিটার দুধ উৎপাদনে সক্ষম মুররা, নীলি-রাবি অথবা ভূমধ্যসাগরীয় জাতের মহিষের সিমেন (বীর্য) দ্বারা সমতলভূমির মহিষের প্রজননের মাধ্যমে দুগ্ধদানকারী মহিষ জাতের ক্রমোন্নতি (Continous up gradation) অব্যাহত রাখা হবে।

২.(ii) মধ্যমানের ইনপুট সরবরাহ করে সেমি ইনটেনসিভ (Semi Intensive) পদ্ধতিতে মহিষ পালন ঃ

➢ মহিষের ইন্টার-সী-মেটিং (Practice of inter-se-mating) এর মাধ্যমে ৫০% মুররা অথবা নীলি-রাভি জাতের মহিষের জিন এবং ৫০% দেশী মহিষের জিন ফ্রিকোয়েন্সী সীমিত রাখা বা স্থির করা হবে।

সুলতানা
সিনিয়র সহকারী সচিব
মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার।

২.(iii) স্বল্প খরচে প্রতিপালিত মহিষ পালন ঃ

➢ মহিষের ইন্টার-সী-মেটিং (Practice of inter-se-mating) এর মাধ্যমে ৫০% মুররা অথবা নীলি-রাভি জাতের মহিষের জিন এবং ৫০% দেশী মহিষের জিন ফ্রিকোয়েন্সী সীমিত রাখা বা স্থির করা হবে।

২.(iv) বৃহত্তর সিলেট ও চট্টগ্রাম জেলার সোয়াম্প মহিষ পালন ঃ

➢ বৃহত্তর সিলেট ও চট্টগ্রাম জেলায় খামার স্থাপনের মাধ্যমে সোয়াম্প জাতের মহিষের কনজারভেশন করার জন্য বিশেষ কনজারভেশন কর্মসূচী গ্রহণ করা হবে।

৩.০ <u>অধিক মাংসের জন্য গবাদিপশু পালন ঃ</u>

(i) ইনটেনসিভ পদ্ধতিতে গবাদীপশু প্রতিপালনের ক্ষেত্রে মাংস ও দুধ, এ দ্বৈত উদ্দেশ্য সফলকারী শংকর জাতের ষাঁড় (হলস্টেইন-ফ্রিজিয়ান xদেশী) ব্যবহার করা হবে।

(ii) এ জন্য ৫০% ব্রাহমা এবং ৫০% দেশী ক্রমোন্নতি জাতের ব্যবহার (পরীক্ষামূলক) করা হবে।

(iii) উন্নত মাংসসমৃদ্ধ দেশ হতে অধিক গুণ সম্পন্ন ব্রাহমা জাতের কিছু সিমেন (বীর্য) ক্রয় করা হবে।

(iv) বিদ্যমান স্বল্প বিনিয়োগ পদ্ধতিতে উন্নত দেশী ষাঁড় (রেড চট্টগ্রাম, পাবনা এবং আদর্শ দেশী) এর ব্যবহার অব্যাহত রাখা হবে।

গবাদিপশুর অন্যান্য প্রজাতির জন্য সুপারিশকৃত প্রজনন নীতি ঃ

১.০ অধিক মাংসের জন্য ছাগল পালন ঃ

(i) উন্নতমান সম্পন্ন ব্লাকবেঙ্গল জাতের পাঁঠা অথবা এর সিমেন (বীর্য্য) সারা দেশে ব্যবহার করা হবে।

(ii) সরকারী অথবা স্টেক হোল্ডার পর্যায়ে উন্নতমানের ব্লাকবেঙ্গল পাঁঠা অথবা এর সিমেন (বীর্য্য) উৎপাদন নিশ্চিত করা হবে।

২.০ অধিক মাংশের জন্য ভেঁড়া ঃ

(i) দেশের ভেঁড়া প্রতিপালন অঞ্চলে ৫০% লোহী রমনি মার্স x৫০% দেশী শংকর জাতের ভেঁড়ার প্রজনন কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে।

(ii) সরকারী স্টেক হোল্ডার পর্যায়ে উন্নতমানের লোহী রমনি মার্স x দেশী পাঁঠা অথবা এর সিমেন (বীর্য্য) উৎপাদন নিশ্চিত করা হবে।

ড. মোঃ সাহেব আলী
উপ-পরিচালক (ভ্রুণ স্থানান্তর) / ...ও (লীভ রিজার্ভ)
প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, ঢাকা

PSO. LRI

(মোঃ হযরত আলী আখন্দ)
উপ-পরিচালক (চ. দা.)
কেন্দ্রীয় প্রজনন ঘাস উৎপাদন, সাভার,
প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, ঢাকা।

নিগার সুলতানা
সিনিয়র সহকারী সচিব
মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

(মোঃ এ.কে.এম. ...)
...
..., বাংলাদেশ, ঢাকা।

বিশ্বজিৎ ভট্টাচার্য্য
পরিচালক সম্প্রসারণ (চঃ দাঃ)
প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর
বাংলাদেশ, ঢাকা।